সংবাদ।

9/9/82

031

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহের অবস্থা

আমাদের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কি রকম চলছে, তার একটা চিত্র সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এটাই কারিগরি শিক্ষার পূর্ণাংগ চিত্র নয়, সম্ভবতঃ কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধার আরও কতকগুলো দিক রয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কখনো পর্যালোচনা করেননি সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট বিভাগ। অথচ হরহামেশা দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের কথা গত কয়েক বছর ধরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ক্ষমতাসীন দলের নানা পর্যায়ের নেতারা বলেছেন।

কিন্তু বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে শিক্ষার প্রধান অংগ যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের অবস্থা কি, সেগুলো কতখানি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে এবং যেখানে সম্ভব হচ্ছে না সে কারণগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি।

সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ জরিপ চালিয়ে যে তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা খুব উৎসাহজনক নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই ১৬টি বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৪০০ যন্ত্রপাতির মধ্যে ৭০০টি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ সমগ্র যন্ত্রপাতির এক পঞ্চমাংশ অচল। এর কারণ খুচরা যন্ত্রপাতির অভাব। নিশ্চয়ই শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে, অনুমান করতে পারি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধাদি কিরূপ পাওয়া যায়, তার উপরই এই জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপে বলা হয়েছে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মান সন্তোষজনক নয়। দক্ষ শিক্ষকের অভাবকেই এর প্রধান কারণ বলা হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলো শিক্ষার মানের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা বলা হয়নি। তবে সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে খোঁজ খবরটা শুধু সুসজ্জিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরবের সমাচারের জন্যই শুধু নয়, শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথেও জড়িত সে কথাও তো সত্য।

অনেক ক্ষেত্রে অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছে। কিন্তু সেদিকে কেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দেননি, তা জরিপে বলা হয়নি। এ থেকে দায়িত্ব-বোধ ও কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সমাজে সচেতন শ্রেণীর দাবীদারদের মানসিকতারও পরিচয় মেলে। গতানুগতিক কর্তব্য পালন ছাড়া, উদ্যোগ নেই, কল্পনার কোন স্থান নেই, ব্যক্তিগত উন্নতি ছাড়া আকাঙ্ক্ষার কোন বিস্তার নেই। শুধু সভা, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাষণে শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য, উদ্যোগ গ্রহণের আহবান, দেশ গঠনে শিক্ষিত তরুণদের ভূমিকা, দেশের মানুষের জন্য কাজ করার মহৎ সংকল্প উচ্চারণে সুভাষিত বাণীর মহোৎসব পড়ে যায়। জানিনা, গত ৭।৮ বছর ধরে অরক্ষিত এই যন্ত্রপাতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোন মহল কোন মাথা ঘামিয়েছেন কিনা। জরিপের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে (যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে) তার কোন উল্লেখ নেই।, বছরে যন্ত্র আমদানী করে অকেজো যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম কার্যোপযোগী করার জন্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটে কোন কালেই কোন অর্থ সংস্থান করা হয়নি। অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছিল কিনা তাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, সংশ্লিষ্ট মহলই ভাল বলতে পারেন।

বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য ও মঞ্জুরি হিসেবেই আমাদের বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছে। আমরা বিদেশের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশা করবো। আর তাদের কাছ থেকে যেখানে যে ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য পাবো, তার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করবো না, অবহেলায় তা নষ্ট হবে এ কেমন কথা। অথচ গলা ফাটিয়ে অন্যকে সমালোচনা করার মতো আমাদের জুড়ি কেউ নেই। এই পরমুখাপেক্ষিতা এবং অকর্মণ্যতা আমাদের জাতীয় চরিত্রে ক্রমেই গভীরে শিকড় গাঁড়ছে।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সাজসরঞ্জাম নষ্ট হওয়ার অপর কারণটি সম্পর্কে জরিপকারীদের অভিমত হচ্ছে : জায়গার অভাব, রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত দক্ষ কারিগরের অভাব, রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি অমনোযোগ ইত্যাদি।

সুতরাং আমাদের বহুমুখী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা, এই শিক্ষার প্রতি আমাদের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মহলের মনোভাব এবং সব মিলিয়ে পুরো শিক্ষার অবস্থাটা কোন্ পর্যায়ে এসে নেমেছে তা এই জরিপ থেকে আঁচ করা যায়। এটা যে আমাদের উদ্যোগহীনতার লক্ষণ এ কথা কি করে অস্বীকার করা চলে?

আমাদের এই উদ্যোগহীনতা একই সাথে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা ও অপরের সমালোচনায় মুখর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্ভবতঃ "অন্নপায়ী" জীব বলে আখ্যায়িত করেছিলেন একটি কবিতায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচালিত জরিপে আমাদের চরিত্রের সেই দিকটাই উঠে এসেছে। এটা আমাদের কারুর পক্ষেই গৌরবের নয়।

পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটগুলোর যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে যে তথ্য উক্ত জরিপে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সেখানে উল্লেখিত বিভিন্ন ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার জন্য শুধু শিক্ষা দফতর কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বিচ্ছিন্নভাবে দায়ী নয়। দায়ভাগটা সেই সার্বিক অব্যবস্থার যা আমাদের সরকার এবং সমাজের বিভিন্ন কর্মশালায় ক্রমেই অপবৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের এই জরিপ তাদের এ ব্যাপারে কতখানি সচেতন করবে বলা মুস্কিল। শুধু ভরসা বহিঃসজ্জার আড়াল ছিন্ন করে ভিতরের যে দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, সেই প্রকাশের লজ্জা যদি সংশ্লিষ্ট সকলকে কিছুটা আত্মসচেতন করে তোলে। এছাড়া তো উদ্ধারের কোন পথ দেখি না।